বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফির নীতিমালা হচ্ছে

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:৫০
আপডেট: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:৫০

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রতিবছর অতিরিক্ত ভর্তি ও টিউশন ফি আদায়ের অভিযোগের স্তূপ জমে আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি নিয়ন্ত্রণে সরকার একটি নীতিমালা করতে যাচ্ছে। একই ধরনের সুপারিশ এসেছে জেলা প্রশাসক সম্মেলন থেকেও। তাই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে একটি নীতিমালা করে টিউশন ফি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) জাবেদ আহমেদ গতকাল আমাদের সময়কে বলেছেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি নীতিমালা করার জন্য একটি কমিটি কাজ করছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই তারা একটি খসড়া নীতিমালা মন্ত্রণালয়ে জমা দেবে।

advertisement

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে নীতিমালা অনুযায়ী টিউশনি ফি নির্ধারণ করেছে প্রায়ই তার

ব্যত্যয় ঘটে। বেসরকারি স্কুল/কলেজগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তার বক্তব্য সমর্থন করেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। সভায় জানানো হয়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি নির্ধারণ-সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে একটি কমিটি আগেই গঠন করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি ওয়ার্কশপও করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (নিরীক্ষা) আহমদ শামীম আল রাজী।

বিষয়টি অবহিত হয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এ জন্য দরকার হলে কমিটি পুনর্গঠন করা যেতে পারে। ফি নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি মানদ- থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা, বিধি-বিধান এবং স্টেকহোল্ডারদের মতামত ইত্যাদি পর্যালোচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এর পর সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গত ১২ সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সমন্বয় শাখা থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়।

তবে এর আগে গত ১৪ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনার বিষয়ে আয়োজিত সভায়ও শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত আদায় করছে সেগুলোর তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

এদিকে সরকারি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অভিভাবকরা। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অসহায়। বছর বছর বেতন ও ভর্তি ফি বৃদ্ধি আমাদের ওপর অনেক চাপ। যে পরিবারে দুই-তিনজন শিক্ষার্থী আছে তার কী অবস্থা? আশা করছি সরকার সুন্দর গ্রহণযোগ্য একটি নীতিমালা করবে।